[redacted]

[redacted]

এ বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু বলেন, কোমরপুরে একটু গন্ডগোলের ঘটনা হয়েছে। মিমাংশা করার চেষ্টা চলছে। ওরা যদি মামলা করতে চাই করবে। পিতার নাম রাজাকারের তালিকায় আশা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রে তার নাম এসেছে। আপনারা আমাদের গ্রামে গিয়ে যাচাই করে দেখেন। যদি কেউ রাজাকার বলে তাহলে আমি মেনে নেবো।

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম বলেন, মারামারির ঘটনা শুনে আমরা ঘটনাস্থলে যায়। সেখানের পরিস্থিতি এখন আমাদের নিয়ন্ত্রনে। আর কোন অপ্রিতিকর ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই। এঘটনায় কেউ আটক হয়নি। তবে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনার ডিজিটাল ঘড়ি বসবে মুজিবনগর আম্রকাননে

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে মুজিববর্ষের ক্ষণগননা জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকানন। আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই কাউন্টডাউন। বসানা হবে যুক্তরাজ্য থেকে আনা ডিজিটাল ঘড়ি। মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কামাল আব্দুল নাসের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে একথা জানান। গত ৪ ডিসেম্বর বুধবার বিকেলে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন, ক্ষণ ও সময়কে কাউন্টডাউনের আওতায় আনার জন্য ব্রিটিশ রয়েল এয়ারওয়েজের প্লেন ভাড়া করে যুক্তরাজ্য থেকে নয়া দিল্লি হয়ে ডিজিটাল ঘড়ি ঢাকায় আনা, ডিজিটাল ঘড়ির পাশাপাশি সমুদ্র সৈকতে বিশালাকৃতির বালুঘড়ি তৈরি করা, কাউন্টডাউনের ৫৫ দিনব্যাপী হাতিরঝিলের ভাসমান মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনসহ নানা ধরনের মতামত আসে সিনিয়র সাংবাদিকদের কাছ থেকে।

উদযাপন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের মনে রাখতে হবে, মুজিববর্ষের মূল আয়োজন শুরু হবে ১৭ মার্চ থেকে। ওই দিন থেকে পুরো একবছর চলবে এ আয়োজন। আমরা যদি কাউন্টডাউন করতে গিয়ে সব শক্তি ক্ষয় করে ফেলি, তাহলে মূল আয়োজনের সময় শক্তি খুঁজে পাব না। সুতরাং কাউন্টডাউনের আয়োজনকে মহড়া হিসেবে নিয়ে মূল আয়োজনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।’

ওয়াজ শুনতে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন চুয়াডাঙ্গায় কলেজ ছাত্র

মুসলমানদের আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় রীতিনীতি ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সনাতন ধর্ম ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন চুয়াডাঙ্গার এক কলেজছাত্র।

সোমবার রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার পাঁচকমলাপুর দারুল উলুম হাফেজিয়া কওমিয়া মাদ্রাসার ১৩তম ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে কালেমা পড়ে তিনি মুসলমান হন।

এদিন মাহফিলের আলোচনা শেষে উপস্থিত লাখ লাখ মানুষের সঙ্গে পবিত্র কালেমা পড়েন রনি কুমার দাস। শায়খ মিজানুর রহমান আজহারী তাকে পবিত্র কালেমা পাঠ করান।

পরে তার নাম রাখা হয়েছে আব্দুর রহমান। তার বাড়ি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরোজগঞ্জে। তার বাবার নাম খোকা কুমার দাস। তিনি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের স্নাতক শ্রেণির দর্শন বিভাগের ছাত্র।

এসময় লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে আব্দুর রহমান জানান, ইউটিউবে ইসলামী বক্তা মিজানুর রহমান আজহারীর ওয়াজ শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

কালেমা পড়ার আগে আব্দুর রহমান আরও বলেন, মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার পর থেকে প্রতিটা মানুষেরই উচিৎ সঠিক পথে চলা। আমি এতদিন অনেক ধর্ম দেখেছি, বিভিন্ন বই পড়েছি। তবে আমার সব থেকে ভালো

লেগেছে মহাগ্রন্থ কোরআন শরীফ, যার ভুল আজও পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী ধরতে পারেননি।

“আমি ভেবেছিলাম লেখাপড়া করে আগে নিজে প্রতিষ্ঠিত হবো, তারপর মুসলিম হবো কিন্তু পরে ভাবলাম তার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো মুসলিম হয়ে মরতে পারব না। এ জন্য আজকেই শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করতে চলে এসেছি।

পরে তিনি জানান খুব শিগগিরই আদালতে গিয়ে এফিডেভিট করে ধর্মান্তরিত হবেন।এসময় সদ্য মুসলিম হওয়া নবমুসলিমকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান বিশিষ্ট সমাজসেবক আলহাজ্ব সাহিদুজ্জামান টরিকসহ উপস্থিত শত শত মানুষ। পরে তাৎক্ষণিক আব্দুর রহমানকে আর্থিক সহায়তাও করেন অনেকে।

গাংনীতে শিশু যৌণ পীড়নের অভিযোগে সৎ বাবা গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশুর যৌণ পীড়নের অভিযোগে সৎ পিতা আবু তাহের (৪০)কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গতকাল সোমবার রাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম আবু তাহেরকে গ্রেপ্তার করে।
আজ মঙ্গলবার সকালে তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আবু তাহের গাংনীর ধানখোলা গ্রামের মৃত সামসুল ইসলামের ছেলে।
গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আবু তাহের তার দ্বিতীয় স্ত্রীর শিশু কন্যাকে একা পেয়ে যৌণ নিপীড়ন করে। শিশুটির চিৎকারে তার মা এগিয়ে আসলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় তাহের। এ বিষয়ে শিশুটির মা বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। পরে পুলিশ গোপন সংবাদে আবু তাহেরের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।
- নিজস্ব প্রতিনিধি

যে ৫ অভ্যাসে দ্রুত বার্ধক্য আসে

সবাই তারুণ্যের স্বাদ দীর্ঘদিন পেতে চায়। কিন্তু একটা সময় চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ পড়তে থাকে, এটি প্রকৃতিরই নিয়ম। তবে অনেকে অকালে বুড়িয়ে যায়। ৫ ধরণের অভ্যাসের কারণে মানুষ দ্রুত বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হয়। আসুন চেহারায় তারুণ্য ধরে রাখার কিছু উপায় জেনে নিই।

মানসিক চাপ ও হতাশা: মনে আনন্দ না থাকলে কুড়িতেই মানুষ বুড়ো হয়ে যায়। অতিরিক্ত মানসিক চাপ জীবন বিষিয়ে দেয়। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শরীরের কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত করে। এতে ত্বকে স্বজীবতা নষ্ট হয়ে যায়। চুল পাকতে শুরু করে। ত্বকের ছাপ পড়তে থাকে। তাই বেশি দিন বাঁচতে হলে এবং তারুণ্য ধরে রাখতে হরে মানসিক চাপ ও হতাশা কমাতে হবে। এজন্য নিয়মিত খেলা, ব্যায়াম ও মেডিটেশনের অভ্যাস গড়ে তোলতে হবে।

অ্যালকোহল: মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল পানে মানুষ তাড়াতাড়ি বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হয়। এছাড়া মস্তিষ্কও কার্যকারিতা হারায়। এ কারণে নিজেকে ফিট রাখতে হলে অ্যালকোহল পরিহার করতে হবে।

বেশিক্ষণ বসে থাকা: বেশিক্ষণ বসে থাকলে শরীরে রোগ বাসা বাধে, আয়ু কমে। যদি কেউ দীর্ঘ সময় অলস জীবনযাপন করে তাহলে তার চেহারায় পার্থক্যটা সহজেই ফুটে ওঠে। তখন তাকে বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক দেখায়। এ কারণে নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে, নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। শরীর ফিট রাখতে কায়িক শ্রম দিতে হবে।

দেরি করে শোয়া: নিয়মিত অন্তত ৬ ঘণ্টা ঘুম প্রতিটি মানুষের সুস্থতার জন্য জরুরি। যারা রাত জাগে তাদের নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। রোজ দেরি করে বিছানায় গেলে মানসিক প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে রাতে দ্রুত বিছানায় যেতে হবে, ৬ ঘণ্টা নির্বিঘ্ন ঘুম দরকার।

খাদ্যাভাস: সুস্থ থাকার জন্য এবং ত্বক সুস্থ রাখতে দৈনিক খাবার

তালিকায় তাজা ফলমূল ও শাকসবজি রাখতে হবে। দানাদার খাবারও রাখা চাই। এছাড়া তারুণ্য বজায় রাখতে রেড মিট, চিনি জাতীয় খাবার এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার পরিহার করা উচিত। এজন্য একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন, আর নিজেকে তরতাজা রাখুন।

সূত্র : হেলদিবিল্ডার্জড।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষিকার তালিকা প্রকাশ করেছে মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অফিস

মেহেরপুর সদর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক /শিক্ষিকা, বিদ্যালয়, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফজলে রহমান এ তালিকা প্রকাশ করেন। এতে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক(পুরুষ) সদর উপজেলার গৌভীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শামসুল আরেফিন, শ্রেষ্ঠ প্রধান (মহিলা) গাড়াডোব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তোরিফা নাজমিনা, সহকারি শিক্ষক(পুরুষ) কথুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক আসিফ আহমেদ, (মহিলা) মেহেরপুর বিএম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক মোবিনা খানম, শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় বুড়িপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ এসএমসি দারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এসএমসি মুস্তাকিম হক খোকন, শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী সমাজকর্মী কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রান, শ্রেষ্ঠ কাব শিক্ষক আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাব শিক্ষক ফারুক হোসেন,শ্রেষ্ঠ কর্মচারী মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কম্পিউটার অপারেটর ওমর ফারুক, শ্রেষ্ঠ উপজেলা সহকারী শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবিব, শ্রেষ্ঠ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আফিল উদ্দিন,

শ্রেষ্ঠ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাসুদুল আলম, শ্রেষ্ঠ উপজেলা চেয়ারম্যান গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সক্ষম হয়েছেন এমন ধরনের বিদ্যালয় মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ।

কনুইয়ের কালো দাগ দুর করবেন কিভাবে?

মুখের ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে নিয়মিত যত্ন নিলেও কনুইয়ের ত্বকের সেভাবে যত্ন নেওয়া হয় না। যে কারণে কনুইয়ে কালো দাগ পড়ে। ঘরোয়া উপায়ে একটু যত্ন নিলেই এই দাগ দূর করা যায়।

নিচের এই প্যাকগুলো সপ্তাহে ৩-৪ দিন ব্যবহার করলে কনুইয়ের দাগ দূর হবে।

অলিভ অয়েল ও চিনির রস

চিনি যেমন প্রাকৃতির স্ক্রাবার, তেমনই অলিভ অয়েলও ত্বককে নরম ও দাগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। ত্বকে ব্যবহারযোগ্য এক চামচ অলিভ অয়েল ও আধ চামচ চিনির রস মিশিয়ে কনুইয়ের উপর লাগিয়ে রাখুন। মিনিট দশেক পর চিনির রস টেনে গেলে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে তিনবার এই প্যাক লাগালে দু’-তিন মাসের মধ্যেই দাগ অনেকটা হালকা হয়ে এক সময় উঠে যাবে।

চিনি ও পাতিলেবু

এক কাপ পানিতে এক টেবিল চামচ চিনি মিশিয়ে খানিকটা ফুটিয়ে নিন। চিনি গলে পানিতে মিশে যাওয়ার পর ঠান্ডা করে নিন সেই মিশ্রণ। পাতিলেবু গোল গোল করে কেটে তাতে চিনির রস মাখিয়ে কনুইয়ের কালো দাগের উপর ঘষতে থাকুন। মিনিট দশেক পর ভাল করে ধুয়ে নিন। লেবুর অ্যাসিড ও চিনির শর্করা ত্বকের মৃত কোষ দূর করে ত্বককে সতেজ ও সজীব করে তোলে।

দই, বেসন ও পাতিলেবু

এক টেবিল চামচ টকদই, এক টেবিল চামচ বেসন ভাল করে মিশিয়ে তার উপর গোটা একটি পাতিলেবু চিপে একটি প্যাক তৈরি করুন। পাঁচ মিনিট এই প্যাক লাগিয়ে রাখুন কনুইয়ে। শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার লাগান।
সুত্র: ইন্টারনেট

২০০ টাকার নোট আসছে মার্চে

আগামী বছরের মার্চে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাজারে আসছে ২০০ টাকার নোট। নতুন এ নোট বাজারে ছাড়বে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্র জানিয়েছে, প্রথম বছরে স্মারক ও প্রচলিত বা নিয়মিত, এই দুই ধরনের ২০০ টাকার নোট থাকবে। দ্বিতীয় বছর থেকে বাজারে স্মারক নোট ছাড়া হবে না, নিয়মিত নোট থাকবে। নিয়মিত নোটেই শুধু লেনদেন করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম রোববার বলেন, আগামী মার্চে নতুন ২০০ টাকার নোট বাজারে আসবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।

বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে স্মরণীয় রাখতে এর আগে ৬ ধরনের স্মারক নোট তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই বহরে যুক্ত হচ্ছে ২০০ টাকার নোট। এ ছাড়া এই পর্যন্ত স্মারক মুদ্রা তৈরি করেছে ১২ ধরনের। অন্যদিকে লেনদেনের জন্য এখন পর্যন্ত বিভিন্ন মানের ৫২ ধরনের প্রচলিত নোট ও ১১ ধরনের মুদ্রা বাজারে আছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম নোট ছাপা হয়। ১৯৭২ সালের ২ জুন প্রথম বাজারে ছাড়া হয় ১০ টাকার নোট। এরপর ধীরে ধীরে বাজারে আসে ১, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট। এর প্রায় সবই বাজারে আসে ১৯৭২-৭৬ সালের মধ্যে। পরে ১৯৭৯ সালে ২০ টাকার নোট ও ১৯৮৮ সালে ২ টাকার নোট ছাড়া হয়। ২০০৮ সালে প্রথম বাজারে আসে ১০০০ টাকার নোট। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [